জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৭

পিএবিএক্স- ৫৫০১৩৭২৬-২৮

ওয়েব সাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন: রাঙ্গামাটির লংগদু জেলায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার নুরুল ইসলাম নয়ন হত্যাকান্ডের ঘটনায় সেখানকার পাহাড়ী-বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা-অগ্নিসংযোগ, ১৪৪ ধারা জারি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ০৫/০৬/২০১৭ তারিখে এনএইচরসিবি/ আভিযোগ- *suo moto* ২৫/১৭-৪০০(৩) গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে।

তথ্যানুসন্ধান কমিটি লংগদু উপজেলার ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং ঘটনার বিষয়ে জ্ঞাত কতিপয় ব্যক্তিদের লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করে। এছাড়া ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী, লংগদু থানার অফিসার ইনচার্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে কথা বলে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে তথ্যানুসন্ধান কমিটি।

সকল তথ্য উপাত্ত, সাক্ষীর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সকল ঘটনার সূত্রপাত হয় নুরুল ইসলাম নয়ন (৩৫), পিতা- ফয়েজ আহাম্মদ, সাং- বাইট্টপাড়া, থানা- লংগদু, জেলা- রাঙ্গামাটি এর হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে। উল্লিখিত সূত্রে জানা যায় যে, গত ০১ জুন, ২০১৭ ইং তারিখ সকাল ৭.০০ টায় বাইট্টাপাড়াস্থ মটর সাইকেল চালক নয়ন তার মটরসাইকেলে যাত্রী ভাড়া নিয়ে খাগড়াছড়িতে গমন করে। দুপুর প্রায় ১২.০০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি থানার চারমাইল এলাকায় তার লাশ পাওয়া যায় এবং খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়।

পরদিন ০২/০৬/১৭ ইং তারিখে তার লাশ এলাকায় আনা হলে সকাল ৯.৪৫ ঘটিকার দিকে লংগদু থানাধীন বাইট্টপাড়া বাজারে মাইনীমুখ, বগাচত্বর, গুলশাখালী সহ আশেপাশের ইউনিয়নে ৭/৮ হাজার লোক সমবেত হয়ে শোক র‍্যালি করে। উক্ত শোক র‍্যালিটি বাইট্টাপাড়া থেকে অগ্রসর হয়ে উপজেলা পরিষদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে, সকাল ১০.১৫ ঘটিকার সময় তিনটিলা নামক স্থানে পৌছামাত্রই শোক র‍্যালিটি উশৃঙ্খল জনতায় রূপ নেয়।

পরস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যখনি কোন বাঙ্গালী কিংবা পাহাড়ীর মৃত্যু অস্বাভাবিকভাবে ঘটে তখনই সেই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের লিখিত বক্তব্যে জানা যায় যে, স্থানীয় পাহাডী জনগোষ্ঠী ঘটনার আগের দিন তথা ০১ জুন, ২০১৭ ইং স্থানীয় থানা, প্রশাসন এবং আর্মি জোনে তাদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে উদ্বেগ প্রকাশ করলে থানা এবং জোন থেকে তাদের নিরপত্তার বিষয়ে তাদের আশ্বস্ত করে। আশ্বস্ত করার পরও এই ক্ষেত্রে শোক র‍্যালির নামে লুটপাট ও ব্যাপক অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং এই ধরনের পরিস্থিতিতে র‍্যালির মৌখিক কিংবা লিখিত অনুমোদন মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা স্পর্শকাতর মনে হওয়ায় এখানে সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা সর্বদা তৎপর থাকতে দেখা যায় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে তা জরুরী, তবে এত নজরদারী স্বত্ত্বেও গোয়েন্দা স্বংস্থাগুলো প্রশাসনকে এই তথ্য দিতে কেন ব্যর্থ হল তা সন্দেহজনক এবং এতে করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতার চিত্র ফুটে ওঠে।

লংগদু থানার সূত্র থেকে জানা যায় যে, ঘটনার দিন তথা ০২ জুন ২০১৭ তারিখ বিশৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ৯ রাউন্ড গুলি ছুড়ে। তবে উক্ত ঘটনার দিন পুলিশ বিশৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোন টিয়ার শেল কিংবা রাবার বুলেট ছুড়েছিল কিনা তার কোন উল্লেখ নেই।

ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো উল্লেখিত ঘটনার সাথে কতিপয় সেনা সদস্য জড়িত ছিল মর্মে উল্লেখ করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান যা অত্যন্ত সুনামের সাথে দেশ ও বিদেশে কাজ করে যাচ্ছে। সেই বাহিনীর কতিপয় সদস্যের দ্বারা পুরো বাহিনীর সুনাম নষ্ট হতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনার সাথে যদি সত্যিই কেউ জড়িত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সেই বাহিনীর সুনামের জন্য অত্যাবশ্যক।

এমতাবস্থায় উল্লিখিত সকল পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে ঘটনার দায়ভার সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন কিছুতেই এড়াতে পারে না।

তথ্যানুসন্ধান শেষে কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করেঃ

১। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বাড়ী ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা

২। নুরুল ইসলাম নয়ন হত্যাকান্ড এবং পাহাড়ীদের বাড়ীঘরে লুটপাট ও আগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত প্রকৃত দুষ্কৃতিকারী ও অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করা।

৩। উক্ত পরিস্থিতির পূর্বাভাস নির্ণয়ে গোয়েন্দা সংস্থা কেন ব্যর্থ হলো তা খুঁজে বের করা এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা যেতে পারে।

৪। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ভাষ্যমতে এই ঘটনার সাথে বংলাদেশ সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের সম্পৃক্ততার বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মত স্বনামধন্য একটি সংস্থার বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ মোটেই কাম্য নয় এবং যদি কেউ এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকে তাহলে তার দায়ভার পুরো বাহিনীর উপর বর্তায় না। সুতরাং সেনাবাহিনীর কোন সদস্য সত্যিই জড়িত ছিল কিনা তা খুঁজে বের করে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা যেতে পারে।

স্বাক্ষরিত/-
কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন